নারীর গৃহস্থালি কাজকে স্বীকৃতি না দেয়ার পেছনে দুটি কারণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, পরিবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীকে পুরুষের সমান কর্তৃত্বে দেখতে চায় না। দ্বিতীয়ত, নারীরা নিজেরাও তার অধিকারের কথাগুলো স্পষ্টভাবে জানে না

গৃহস্থালি কাজ কি শুধুই নারীর?

নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণমূলক গৃহই সবার কাম্য

একবিংশ শতকে আমরা এখন দাঁড়িয়ে। এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় হলেও নারীকে দমিয়ে রাখার এবং তার অবদানকে অস্বীকার করার নানা প্রয়াস আজো অব্যাহত রয়েছে। আজো বৈষম্যের কারণে নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার উন্নয়নে নারীর অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে। আমরা জানি, গৃহস্থালি কাজে নারীর অমূল্য শ্রমের কারণেই যুগ যুগ ধরে টিকে রয়েছে আমাদের পরিবার বা সামাজিক কাঠামো। তবে এসব কাজের বিনিময়ে নারীকে কোনো পারিশ্রমিক বা অর্থমূল্য দেয়া হয় না বলে ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত গৃহস্থালি কাজে তার অবদানকে মূল্যহীন বা অদৃশ্য কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গৃহস্থালি কাজকে অদৃশ্য গণনার সঙ্গে সঙ্গে নারীকেও মূল্যহীন ধরে নেয়া হয়। অন্যদিকে নগদ অর্থ উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় পুরুষকে গণ্য করা হয় পরিবারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা অভিভাবক হিসেবে। আবার একজন নারী যদি চাকরিজীবীও হয়, তারপরও তাকেই গৃহস্থালির বেশিরভাগ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ গৃহস্থালি যেন নারীর একারই কাজ।

পারিবারিক জীবনে নারীর কাজের এই অস্বীকৃতি ও প্রান্তিকতা তৈরিতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন মূল কারণ হিসেবে কাজ করে। আর আমাদের বুর্জোয়া সমাজ যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে, তা নারী-পুরুষের কাজের ব্যবধানকে আরো প্রকট করে তোলে। লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন পুরুষের জন্য নির্ধারণ করে দেয় বাইরের জগতের উৎপাদনমুখী ভূমিকা আর নারীর জন্য অন্দরমহলের প্রজননমুখী ভূমিকা– যার সঙ্গে সন্তানের লালন-পালন, তার পরিচর্যা, রান্না করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্যদিকে, পুরুষতন্ত্রই আবার উৎপাদনের তুলনায় প্রজনন ও গৃহকর্মকে গৌণ করে পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দুর্বল করে ফেলে। অন্দরমহলে পুরুষের অল্পক্ষণের উপস্থিতি থাকলেও সে-ই হয় সেখানকার প্রভু আর নারী হয় দাসী। অন্দরমহলের কৃতকর্মকে আবার অনেক সময় আইনের আওতার বাইরে ধরা হয়, তাই এখানে নারী নির্যাতন এমনকি ধর্ষণের মতো পাশবিক ঘটনা ঘটলেও নারীর অধিকারের প্রশ্ন তোলা শক্ত হয়ে পড়ে।

সিমোন দ্য বোভোয়া নারীকে প্রান্তিক অবস্থানে নেয়ার এ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং নারীর সামাজিক অবস্থানকে Second Sex (দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত) বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তার Second Sex গ্রন্থে দেখিয়েছেন, 'কিভাবে চেতনার জগৎ থেকে লিঙ্গবৈষম্যকে পুষ্ট করা হয়।' অর্থাৎ জ্ঞানের জগৎ, যা সমাজের মূল ভিত্তি, সেখান থেকেই লিঙ্গবৈষম্যের উৎপত্তি হয়। বর্তমানে নারীবাদী অর্থনৈতিক আলোচনায়ও 'গৃহস্থালি কার কাজ?' প্রশ্নটি অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয়। দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এ আলোচনা চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে, গৃহস্থালি যদি নারীর একক কাজ হয়, তাহলে তার পেশাগত স্বীকৃতি নেই কেন?

নারীর গৃহস্থালি কাজকে স্বীকৃতি না দেয়ার পেছনে দুটি কারণ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, পরিবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীকে পুরুষের সমান কর্তৃত্বে দেখতে চায় না। দ্বিতীয়ত, নারীরা নিজেরাও তার অধিকারের কথাগুলো স্পষ্টভাবে জানে না। ফলে অনেক সময় নারীও মনে করে,

বাইরের জগতের উৎপাদনমুখী কজের তুলনায় সে গৃহকর্মে অধিক পারদর্শী বা ছেলেরা গৃহস্থালি কাজ করতে অপটু। তাই গৃহস্থালি কেবল নারীরই কাজ। নিজেকে অধস্তন ভাবার এই যে প্রবণতা, এর পেছনেও পুরুষতন্ত্র কাজ করে। আমরা আমাদের পরিবারজীবনে এর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। যেমন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবার যেখানে ছেলেবেলা থেকেই একটি পুত্রসন্তানকে বাইরের জগতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে শেখায়, তখন কন্যাসন্তানকে প্রদান করে গৃহকর্মে নিপুণতার শিক্ষা। একটি পরিবারে খেলার উপকরণ হিসেবে পুত্রসন্তানকে কিনে দেয়া হয় রকেট, গাড়ি কিংবা জাহাজ; অন্যদিকে কন্যাসন্তানকে দেয়া হয় হাঁড়ি-পাতিল, যা নারীর মনোজগৎকে গৃহস্থালি কর্মের প্রতি তার একনিষ্ঠতা তৈরিতে প্রণোদনা জোগায়। পাশাপাশি এ বিষয়ে নারীকে অভ্যস্ত করে তুলতে সমাজ তাকে নানা বিশেষণ প্রদান করে; যেমন লক্ষ্মী, গৃহকর্মে সুনিপুণা, গৃহনিপুণা, নিঃশব্দ, নম্র, বাধ্য, পতিব্রতা, ভক্তিমতী ইত্যাদি। অন্যদিকে আধুনিক নারীকে তারা সংজ্ঞায়িত করে গৃহকর্মে অমনোযোগী, আলস্য প্রিয়া, বিলাসী, মুখরা, ব্যাপিকা, স্বাধীনচেতা, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি নামে। ফলে পুরুষ প্রাধান্যশীল সমাজে নারী গৃহকর্মের সব দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে নিজেকে অদৃশ্য এক বেড়াজালে আটকে ফেলে।

নারীর গৃহকর্মকে অস্বীকার করে পরিবারে তার নিম্ন সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য পিতৃতান্ত্রিকতা ও সামাজিক অসমতা এই দুটি কারণকে দায়ী করা হয়। পিতৃতান্ত্রিকতা ক্রিয়াশীল থাকে পারিবারিক কাঠামোর ভেতরে আর সামাজিক অসমতা ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে, যা একদিকে পুরুষকে ক্ষমতাশালী করে, অন্যদিকে নারীকে পৌঁছে দেয় প্রান্তিক অবস্থানে। কেবল বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশও এ ভাবনার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে দীর্ঘদিন, যার প্রমাণ মেলে জোয়ান ভানেকের লেখা প্রবন্ধ Housewives as Workers-এর বক্তব্যে।

পরিবারে নারীর গৃহকর্মের স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক মূল্য না থাকায় তাকে আজীবন পুরুষের ওপর নির্ভরশীলতার মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়। নারী যদিও পরিবারে তার সব শ্রম প্রদান করে, তথাপি জীবনের প্রথম পর্যায়ে তাকে পিতার, মধ্য বয়সে স্বামীর এবং বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে হয়। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারীর অবদানের কথা অস্বীকার করে তাকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই, বল ভগিনী। আমরা আসবাব নই, বল কন্যে! আমরা জড়োয়া অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ।'

নারীর গৃহস্থালি কাজের অস্বীকৃতির পেছনে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হলো, জিডিপি গণনার হিসাব পদ্ধতি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জিডিপি গণনার হিসাব পদ্ধতি United Nation System of National Accounts (UNSNA) অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয় যাতে কেবল নারীরা যখন কারখানা, খামার বা অফিসে নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ করে, শুধু তখনই তাদের শ্রমকে Gross Domestic Product (GDP)-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীর গৃহস্থালি কাজ জাতীয় অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তবে ভুটান এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ভুটান Gross National Happiness (GNH) নামক যে পদ্ধতিতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি পরিমাপ করে, তার মাধ্যমে নারীর গৃহস্থালি কাজের অবদানকেও গণনা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে নারীর গৃহস্থালি অবদানের হিসাব না করা হলেও, বেসরকারি পর্যায়ে এ সংক্রান্ত কয়েকটি গবেষণা রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালি কাজের অবদান শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায়, গৃহিণীরা বিনামূল্যে যেসব গৃহস্থালি কাজ করে সেগুলোর আনুমানিক মূল্য বছরে ২২৭ দশমিক ৯৩ থেকে ২৫৮ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ইউএস ডলার। সম্প্রতি নারীর গৃহকর্মের অর্থনৈতিক মূল্য প্রদানের প্রশ্নে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'নারীর গৃহকাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করলে জাতীয় আয়ে নারীর অবদান বাড়বে।' তার এই ভাবনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে গৃহকর্মে নারীর অবদানের স্বীকৃতির জন্য প্রথমে 'গৃহবধূ' শব্দটি পরিবর্তন করে 'গৃহ ব্যবস্থাপক' কথাটি চালু করা প্রয়োজন। কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক গৃহের সঙ্গে নয়, নারী-পুরুষের মধ্যে স্থাপিত হয়। তাছাড়া এই শাব্দিক পরিবর্তন হলে, নারী বা পুরুষ যে-ই গৃহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার কাজ করবে, তার ক্ষেত্রেই 'গৃহ ব্যবস্থাপক' শব্দটি লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করা যাবে। তবে শুধু জিডিপিতে নারীর অবদান দেখানোর জন্য পরিসংখ্যানের চর্চার কথা শুনলে আমাদের খুশি হওয়ার কিছু নেই। গৃহস্থালি কাজে নারীর এই অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তার বাস্তবায়ন জরুরি। কারণ নারীর গৃহস্থালি কাজকে যদি আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি পরিবারসহ সব ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর গৃহস্থালি কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা হলে নারীদের প্রতি সবার শ্রদ্ধাশীল মনোভাব বৃদ্ধি পাবে, যা সহিংসতা হ্রাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি নারীদের আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে, যা নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে সহায়ক হবে। অতএব গৃহস্থালির কাজে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের পাশাপাশি তার অর্থনৈতিক মূল্য প্রদান অত্যন্ত জরুরি।

লেখক : **নাসিম আখতার হোসাইন**
অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
পারভীন জলী
শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয়